13 JUN 2008

সরকারের প্রতি শিক্ষকদের ৫ সপ্তাহের আলটিমেটাম

ব্র্যাকের সঙ্গে প্যাকেজ প্রোগ্রাম বাতিলের দাবি

যুগান্তর রিপোর্ট

প্রাথমিক শিক্ষা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ নিয়ে ব্র্যাকের প্যাকেজ প্রোগ্রাম বাতিলের দাবিতে সরকারকে ৫ সপ্তাহের আলটিমেটাম দিয়েছেন দেশের প্রাথমিক শিক্ষকরা। অন্যদিকে একই ইস্যুতে সরকারি-বেসরকারি শিক্ষকদের নানা কর্মসূচি পালন অব্যাহত রয়েছে। পুলিশি বাধা উপেক্ষা করে সরকারি শিক্ষকরা প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন করেন। ৩০ জুন পর্যন্ত চলবে তাদের এ কর্মসূচি। এছাড়া আগামীকাল এবং রোববার তারা কর্মবিরতিও পালন করবেন। আর বেসরকারি শিক্ষকরা তৃতীয় দিনের মতো বৃহস্পতিবারও কালো ব্যাজ ধারণ করে ক্লাস নিয়েছেন। এছাড়া তারা দুপুরে ঢাকায় প্রধান উপদেষ্টাকে স্মারকলিপি দেন। শিক্ষক নেতা মৃগেন্দ্র মোহন সাহা, সাখাওয়াত হোসেন, মাহবুবুল আলম, হাফিজুর রহমান খান, কাজী নাজনীন পাতা-এ পাঁচজন প্রধান উপদেষ্টার দফতরে স্মারকলিপি পৌঁছে দেন।

কালো ব্যাজ ধারণ করেই বেসরকারি শিক্ষকরা বৃহস্পতিবার ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলন থেকে সরকারকে আলটিমেটাম দিয়ে বলেন, ১৬ জুলাইয়ের মধ্যে দাবি আদায় না হলে পরদিন তারা ঢাকায় সারাদেশের শিক্ষক প্রতিনিধিদের সমাবেশের মাধ্যমে বৃহত্তর কঠোর আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করবেন।

সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষক

বৃহস্পতিবার সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন। ঢাকায় প্রেস ক্লাবের সামনে কর্মসূচিকালে পুলিশের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা হয় শিক্ষকদের। এ সময় পুলিশ শিক্ষকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে এবং ব্যানার ছিনিয়ে নেয় বলে শিক্ষকরা অভিযোগ করেন। এর প্রতিবাদে তারা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ৩০ জুন পর্যন্ত তাদের এ কর্মসূচি চলবে। সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির আরেকটি অংশ আগামীকাল ও রোববার সারাদেশের সরকারি বিদ্যালয়ে এক ঘণ্টা কর্মবিরতি ও প্রতিবাদ স্বাক্ষর সংগ্রহ করবে।

বেসরকারি শিক্ষক

বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সংবাদ সম্মেলনে ঘোষিত কর্মসূচিগুলো হচ্ছে— ১৫-২৫ জুন দেশের ৬৫ হাজার সরকারি-বেসরকারি ও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ২ কোটি অভিভাবকের সঙ্গে মতবিনিময় করে জনমত তৈরি করবেন। ২৮ জুন থেকে ৩ জুলাই শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিকসহ সুশীল সমাজের ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে মতবিনিময় ও গোলটেবিল। ১০ জুলাই জেলায় জেলায় শিক্ষক সমাবেশ এবং ১৭ জুলাই ঢাকায় সারাদেশের শিক্ষক প্রতিনিধিদের সমাবেশে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা বলেন, যে কোন কিছুর বিনিময়ে ব্র্যাকের হিংস্র ছোবল থেকে প্রাথমিক শিক্ষাকে রক্ষা করা হবে। প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, গ্রাজুয়েট প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি ও কমিউনিটি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি যৌথভাবে ওই সংবাদ সম্মেলন করে। পরে বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি শামসুল আলম মোবাইল ফোনে যুগান্তরকে জানান, ব্র্যাকের পক্ষ থেকে তাদের সঙ্গে বিষয়টি আলোচনার জন্য যোগাযোগ করা হয়। কিন্তু তারা সে প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেন, সারাদেশের সব ধরনের প্রাথমিক শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের চাপ রয়েছে। এ অবস্থায় আলোচনায় বসলেও তারা জাতীয় বেইমান হয়ে যাবেন।